শরীয়া আইনে নারীর অবস্থান

তাসরীনা শিখা

তরী ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেলো। অসম্ভব উদ্বিগ্নতা, আতংক, ভয় সব মিলিয়ে যখন হতাশার দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী করছিলো অন্টারিওর মুসলিম মহিলা সমাজ তখনই বারোই সেপ্টেম্বর টরন্টো স্টারে হেড লাইন আসলো, "ম্যাগগুয়েন্টি: নো শরীয়া ল"। অন্টারিওতে শুধু একটি আইনই থাকবে সবার জন্য। খবরটি আনন্দের অশ্রু এসেছিল মুসলিম মহিলাদের চোখে। গত একমাস যাবৎ নানা রকম তর্ক বিতর্ক খবরের কাগজে লেখালেখি চলছিলো শরীয়া আইন নিয়ে। শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠিত হলে কি হবে মুসলিম নারী সমাজের সে আতংকে অস্থির ছিল মহিলারা। বিভিন্ন শহরে মহিলারা করছিল বিক্ষোভ মিছিল, চালাচ্ছিল প্রতিবাদের স্লোগান। দুই হাজার তিন সাল থেকে শুরু হয় কানাডাতে শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠা নিয়ে মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের চাপ। এন ডি পি সরকার ইহুদী, ক্যাথলিক ও ইসমাইলী মুসলিমদের ফ্যামিলি এবং রিলিজিয়াস আর্বিট্রেশনে ভল্যানটিয়ারী ট্রাইবুনাল নিজেদের হাতে চালানোর অনুমতি দিয়েছিলো এই শর্তে যতক্ষননা সেটা প্রভিন্সিয়াল ল এবং কানাডিয়ান চার্টার অব রাইটকে লঙ্ঘন না করে। ইহুদী, ক্যাথলীক ও ইসমাইলী মুসলমানদের অনুমতির ব্যাপারটি তুলে ধরে মুসলিম ধর্মীয় নেতারা তাদের সমর্থকরা লড়ে যাচ্ছিলেন কানাডাতে শরীয়া আইন চালু করার জন্য। ১৪০০ বছর আগে অন্ধকার যুগে যে আইন চালু হয়েছিল সে আইন একুশ শতাব্দীতে এসে চালু করার জন্য তৎপর হয়েছেন আমাদের কট্টরপন্থী মুসলমান ভাইয়েরা, সেটাও আবার কানাডার বুকে। অবশ্য অন্য আইন নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা নেই। তারা চান ফ্যামিলি আরবিট্রেশন সিস্টেমটা হাতে নিতে। যাতে করে মহিলাদের নির্যাতনের হাতিয়ারটি তারা আরো শক্তভাবে হাতে নিতে পারেন।

ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভ: ইমান, রোজা, নামাজ, হজ্ব ও যাকাত। সেখানে শরীয়া বা ফতোয়ার কোন স্থান নেই। শরীয়া আইন হলো একটি আইন যেটি সময় অনুযায়ী ধর্মীয় নেতাদের সিদ্ধান্তে চালু হয়েছিল। শরীয়া আইনের শতকরা আশিভাগ শাখা প্রশাখা মানুষের তৈরী সেটা পুরুষ সমাজ তাদের সবিধার্থে তৈরী করেছে। শরীয়া আইনের একটি আইন ও কি আছে যেটি মহিলাদের পক্ষে? গত দুই বছর যাবৎ লড়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রগতিশীল ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা শরীয়া আইনের বিরুদ্ধে। গত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হল টরন্টোতে নাট্য প্রতিযোগিতা উৎসব। সেখানে ফতেমোল্লার রচিত নিঃশব্দ গনহত্যা নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। শরীয়া আইনের বিরুদ্ধে অসম্ভব শক্তিশালী এবং সাহসী একটা নাটক এবং অভিনয়ও ছিল সাবলীল ও শক্তিশালী। এমন একটি সাহসী নাটক দেশে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হতো না মৌলবাদীদের ভয়ে। এটা সম্ভব হয়েছে কানাডার মঞ্চ বলে। নাটকটি যখন শেষ হল তখন আমি ভাবছিলাম অবশ্যই নাটকটি প্রথম পুরস্কার পাওয়ার

যোগ্য। যদি না পায় আমি ভাববো একটি ছোট্ট ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেও নারীরা হেরে গেল। আর আমাদের প্রগতিশীল পুরুষ বিচারকেরা এ শক্তিশালী নাটকটিকে পুরস্কার না দিলে নিজেদের হীনমন্যতা প্রমান করবে। কিন্তু বিচারকেরা নাটকটিকে প্রথম পুরস্কার দিয়ে তাদের সুবিচারের প্রমান রেখেছেন। নাটকটি ফোবানতেও মঞ্চস্থ হয়েছিল। কিন্তু সেখানে মঞ্চের দৈন্যতার জন্য নাটকটি ফুটে উঠেনি।

'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত' এখনতো সেটা কোন কবেকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। এখন মওলানা সাহেবদের দৌড় অলিম্পিক বিজয়ীদেরও হার মানিয়ে দেয়। তারা ছুটে বেড়াচ্ছে রেসের ঘোড়ার মত পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত। আর বাংলাদেশের মৌলবাদী মওলানাদের ক্ষমতাতো অসীম। তারা পারে না এমন কি কোন কাজ আছে? একজন গ্রামের মওলানা সাহেবর ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের চেয়েও বেশী। ফতোয়া দিয়ে তারা পারে একজন খাদিজাকে ঢিল ছুড়ে হত্যা করতে। হাজেরার গলায় জুতার মালা পড়াতে। জুলেখাকে একশত দোড়ড়া দিয়ে শাস্তি দিতে। হিল্লা বিবাহের বাহানা করে বুড়ো মৌলভী সাহেবও পারে বিয়ে করতে গ্রামের যুবতীকে। কাজেই কি করে এখন বলি মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।

মানুষের প্রধান শত্র মৌলবাদ। নারীরও প্রধান শত্র এখন মৌলবাদ। তবে নারী সমাজের জন্য মৌলবাদ অনেক মারাত্নক। সব ধরনের মৌলবাদেরই লক্ষ নারীকে আবার অবরোধে ঢুকিয়ে পুরুষের দাসী করে তোলা। মৌলবাদীদের কাছে নারী পুরুষের ভুমিকা সম্স্নুর্ন বিপরীত। সময় এখন আলোর গতিতে দৌড়াচ্ছে। সব কিছুই এখন অনেক বেশী মুক্ত। মুক্ত দুনিয়া, মুক্ত অর্থনীতি, মুক্ত আমোদ প্রমোদ। এই মুক্ত দুনিয়ায় মৌলবাদীরা বিশ্বাস করে না নারীদের মুক্তি ও সাম্যে। নারী থাকবে গৃহে, অবরোধের মধ্যে, পালন করবে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ও নির্যাতিত স্ত্রীর ভুমিকা। আর নিজেকে ঢেকে রাখবে আবরনের পর আবরন দিয়ে। এটাই মৌলবাদীদের সিদ্ধান্ত। শিক্ষা নারীকে মুক্তি দেয় এ সমস্ত অবস্থান থেকে, যা মৌলবাদীদের কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর। তাই মৌলবাদীরা কিছুতেই চায় না নারীর শিক্ষা, ব্যক্তিত্য ও মুক্তি। মুসলিম দেশগুলোতে মৌলবাদীরা এখন শরীয়া আইন প্রবর্তনের জন্য উদ্মুত্ত হয়ে উঠেছে, কারন ঐ আইনের সাহায্যেই তারা নারীকে চুড়ান্ত পর্যুদস্ত করতে পারবে। ইসলামে অবৈধ শারিরীক সম্স্নর্ক নারীর জন্য মারাত্নক অপরাধ। নারী একা এ অপরাধ করতে পারেনা, তবু নারী পায় এ জন্য কঠোর দন্ড, আর পুরুষটি পেয়ে যায় মুক্তি। এইতো কিছদিন আগে এক মুসলিম দেশে এই অপরাধে অপরাধী এক মহিলাকে গনধর্ষন করে বিচার করা হয়। শরীয়া আইন নারী নির্যাতনের উৎকৃষ্ট একটি হাতিয়ার। এ আইনে আজও নারীকে প্রস্থর ছুড়ে হত্যা করা হয়। ধর্ষিতাকে শাস্তি দেয়া হয়, কিন্তু শাস্তি পায় না যে ধর্ষন করে সে, কারন সেখানে চার জন পুরুষ দাড়িয়ে দৃশ্যটি দেখেনি ধর্ষনকারীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার জন্য। বিবাহ বিচ্ছেদের পর পিতার দাবী থাকে সন্তানের উপর, মার নয়। সে সন্তান পাঁচ মাসের কিংবা পাঁচ

সপ্তাহের হোক তাতে কিছু আসে যায় না। মার কাছ থেকে সন্তানকে পিতা কেড়ে নিতে পারে শরীয়া আইনের মাধ্যমে। এমনি শত শত আইন রয়েছে শরীয়া আইনে যাতে করে নির্যাতিত মহিলারা আরো নির্যাতিত হবে। শরীয়া আইনের কোন একটি আইন কি আছে যা পুরুষের বিপক্ষে? শরীয়া আইন এবং ফতোয়া মোটামুটি একই ব্যাপার। বাংলাদেশের মত একটি ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশের প্রগতিশীল মানুষরাও চিৎকার করছে ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে । আর সেই শরীয়া আইনে যা ফতোয়াকে শক্তিশালী করে সেই আইন প্রনয়নের কথাই আমাদের শুনতে হচ্ছিল কানাডা বসে। আমরা কানাডা এসে স্থায়ী হয়েছি এখানে বসবাস করবো বলে এবং এখানকার আইন কানুন পছন্দ করি বলে। ক্যানাডিয়ান আইনে নারীর অধিকার, নারীর স্বাধীনতা আছে। আইনের চোখে
নারী পুরুষের অধিকার সমান। আর এ সমান অধিকারটুকু পুরুষ রচিত শরীয়া আইনের মাধ্যমে কেড়ে নেয়ার জন্য তৎপর মুসলিম ধর্মীয় নেতারা। শরীয়া আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের পর এখানকার আইন অনুযায়ী স্ত্রীর পঞ্চাশভাগ সম্পত্তি পাওয়া ব্যাপার নিয়ে। নেই স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির সম্পুর্ন অধিকার স্ত্রীর। ছেলে মেয়েদের মাঝে সম্পত্তি ভাগ হবার পর স্ত্রী পাবে দুই আনা সম্পত্তি। আর যদি পুত্র সন্তান না থাকে পুত্রের সম্পত্তির অধিকার চলে যায় স্বামীর ভাই ও তাদের পুত্র সন্তানদের কাছে। কোন অবস্থাতেই সম্পুর্ন সম্পত্তির অধিকার স্ত্রী এবং তার কন্যারা পায় না।

যদিও শরীয়া আইন চালু হলেও মহিলাদের বাধ্য বাধকতা নেই সেই আইন মানার। কিন্ত অইনগত ভাবে বাধ্য বাধকতা না থাকলেও স্বামীগত ভাবে অর্থাৎ পুরুষরা এবং ধর্মীয় বিচারকরা তাদের বাধ্য করতেন এই আইন মানতে। এখানে শারীরিক নির্যাতনের জন্য ৯১১ আছে। আইন আছে । কিন্তু শত সহস্র নারীরা যে মানসিক নির্যাতন ভোগ করছে তার জন্য তো কোন আইন নেই। কানাডার মত নারী পুরুষের সমঅধিকারের দেশে এসে নারীরা যে নানাভাবে নানাক্ষেত্রে মানসিক নির্যাতন ভোগ করছে এতটুকু মানসিক নির্যাতনই কি নারী নির্যাতনের জন্য যথেষ্ট নয়?

আমরা দেশ ছেড়ে বহু যোজন দুরে বাস করছি। আমরা শুনিনা ফতোয়ার অত্যাচারে হাজেরা জুলেখার আর্তনাদ। শুনি শুধু তার প্রতিধন্নি। নিজেদের অনুভুতি দিয়ে তা অনুভব করার চেষ্টা করি, দীর্ঘশ্বাস দিয়ে বুক ভারী করি। টেবিলে বসে প্রতিবাদী আলোচনার ঝড় তুলি। কিন্তু সে আর্তনাদের ধ্বন্নি, নির্যাতনের ছোয়া আমাদের মনকে স্পর্শ করলেও শরীরকে করেনা। কিন্তু শরীয়া আইন চালু হলে সে স্পর্শ হয়তো এখানকার মুসলিম সমাজের নারীদের শুধু মনে নয় তাদের দেহেও অনুভব করতো।